প্রথম আলো

12 MAR 2015

তিন ছাত্রীর বিষয়ে ব্যর্থতার দায় স্বীকার ব্রিটিশ পুলিশের

লন্ডন প্রতিনিধি ●

যুক্তরাজ্য থেকে তিন স্কুলছাত্রী জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসে যোগ দিতে সিরিয়ায় পাড়ি দেওয়ার ঘটনায় কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়েছে ব্রিটিশ পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন পুলিশ কমিশনার স্যার বার্নার্ড হোগ্যান হাউই।

পুলিশের তথ্যমতে, পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন একাডেমির ওই তিন ছাত্রীর মধ্যে শামীমা বেগম (১৫) ও খাদিজা সুলতানা (১৬) বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। আমিরা আবাসি (১৫) নামে তৃতীয় জন ইথিওপীয়। সম্প্রতি ওই তিন ছাত্রী লন্ডন থেকে বিমানে তুরস্কের উদ্দেশে যাত্রা করে। তুরস্ক সীমান্ত দিয়েতারা সিরিয়ায় ঢুকেছে বলে ধারণা করা হয়।

এ বিষয়ে গত মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটি। প্রথমে শামীমার বোন শাহীমা বেগম, খাদিজার সম্পর্কিত বোন ফাহমিদা আজিজ, আমিরার বাবা হোসেন আবাসি এবং তিন পরিবারের আইনজীবী তাসনিম আকুনজি ওই কমিটির কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এরপর পুলিশ কমিশনার হোগান হাউই, সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রধান মার্ক রাউলি এবং তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আবদুর রহমান বিলগিক কমিটির সামনে হাজির হন।

ছাত্রীদের স্বজনদের অভিযোগ, গত ডিসেম্বরে একই স্কুলের অন্য এক ছাত্রীর আইএসে যোগ দেওয়ার ঘটনায় পুলিশ ওই তিন ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও নজরদারিতে রাখে। কিন্তু এই তথ্য পুলিশ তাদের জানায়নি। তবে পুলিশ বলেছে, জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে অনুমতি চেয়ে পুলিশ মেয়েগুলোর হাতে তাদের অভিভাবকদের জন্য চিঠি দিয়েছিল। ছাত্রীরা পরিবারের কাছে তা দেয়নি।

স্বজনদের অভিযোগ, ওই ছাত্রীরা নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারগুলোকে আশ্বাস দিয়েও পুলিশ তাদের উদ্ধারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

আইনজীবী তাসনিম আকুনজি সাম্প্রতিক এক ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি পরিবারগুলোকে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ টেলিফোন করে তাদের কথা বলতে নিষেধ করে।